২৫ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

বরাবর,

মহাপরিচালক,

বস্ত্র অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মাধ্যম: যথাযথ কর্তৃপক্ষ।

বিষয়: একাট উদ্ভাবনী ধারণা/ ক্ষুদ্র উদ্যোগ প্রেরণ।

মহোদয়,

যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক মহোদয়কে অবগত করছি যে, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম হতে প্রতি মাসেই অধীনস্ত টিভিআইসমূহ হতে প্রাপ্ত এমআইএস কম্পাইল করে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হয়। এক্ষেত্রে অধীনস্ত টিভিআইসমূহ ম্যানুয়ালি এমআইএস (৮ পৃষ্ঠার দীর্ঘ প্রতিবেদন) পূরণ করে থাকে; যা পুনরায় কম্পাইল করা কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। এমতাবস্থায়, আমরা যদি "গুগল সেবা স্প্রেডসিট" ব্যবহার করে নির্ধারিত এমআইএস ছক তৈরি করে (ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে) সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে ইমেইল শেয়ারের মাধ্যমে কম্পাইল করতে পারি, তাহলে সময় এবং শ্রম দুটোই লাঘব করা সম্ভব হবে। এতে হার্ড কপিসহ অগ্রগামী পত্রের আর প্রেয়োজন হবে না, ফলে ডাক ও কাগজের ব্যয় কমানো সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, এখানে প্রমাণক হিসেবে ডিজিটালি স্বাক্ষর নেওয়া সম্ভবপর।

সুতরাং, অত্র কার্যালয়ের উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ এর ভিত্তিতে সূচক নং-[৪.১.১; একাট উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত] বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা যদি উক্ত ডিজিটাল পদ্ধতিতে এমআইএস প্রতিবেদন তৈরি করতে পারি, তাহলে ভবিষ্যতে মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে কম্পাইলযোগ্য সকল তথ্য "গুগল সেবা স্প্রেডসিট" ব্যবহার করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে তৈরি করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রতিষ্ঠান হতে প্রয়োজনীয় ডাটা ও স্বাক্ষর ইনপুট দিলেই চাহিত তথ্যসমূহ কম্পাইল হয়ে যাবে। ফলশ্রুতিতে শাখায় দায়িত্বরত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নিতান্ত কম সময় ব্যয় করতে হবে।

অতএব, মহোদয়ের নিকট বিনীত অনুরোধ, যেহেতু উক্ত উদ্ভাবনী ধারণা/ ক্ষুদ্র উদ্যোগ বাস্তবায়নে বাড়তি খরচ নেই, বাড়তি জনবলের প্রয়োজন নেই; বরং time,cost,visit নামক ইনোভেশনের এই তিনটি বিষয়ই আমরা কমিয়ে আনতে পারি, সেহেতু আমার উক্ত ধারণাটি (ডিজিটাল পদ্ধতিতে এমআইএস প্রতিবেদন তৈরি) তলিকাবদ্ধ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে কর্মে গতিশীলতা আনয়নে মহোদয়ের সদয় মর্জি হয়।

নিবেদক-

Rakha
২৫/১১/২০২১

মো: আলী আহাব রাখা

সহকারী পরিচালক (কারিগরি)

বিভাগীয় বস্ত্র অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম